১। প্রথম অভিজ্ঞতা

সত্তা স্বপ্ন দেখে
অনন্ত অস্তিত্বের

স্মৃতির ঘন ধ্রুপদী বনে
প্রেমিকার অলৌকিক হ্রদে
বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের রসে ভিজে
ওঠে নবীন সূর্য

মহাকাল
কবিতার শেষ পংক্তির অপেক্ষায়
অনলস অলঙ্কৃত করে চলে
দুর্বোধ্য সব শব্দ

ঝরা শিউলির গন্ধে
ভারি হয়ে ওঠে
কুয়াশার নিথর শরীর

মুক্তি পিপাসু
অসংখ্য কবিতার পংক্তি
হতাশ হয়
আর তাদের দেবতাদের ভিতরে
শয়তানের মতো হেসে ওঠে
নিত্যানন্দে প্রণীত গর্ব

পঞ্চইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা
বোধের অন্তরে
নক্ষত্রের মতো জ্বলে
বিষ্মিত হৃদয়ের মনে পড়েনা
চিরসত্য শেষ পংক্তির
প্রতিজ্ঞার কথা
অনুভূতির নতুন রুচি
চিনতে পরেনা
ভিন্ন স্থান-কালের
অপরিচিত দেবতাদের
কবিতার পংক্তি

২। সূচিপত্র

অস্তিত্ব/সৌন্দর্য
অর্থ/অনন্ত
জীবন/ইন্দ্রিয়
জ্ঞান/স্পন্দন
শান্তি/প্রেম
সত্য/ক্ষুধা
অর্জন/ধৈর্য
অধিকার/চিন্তা
স্বপ্ন/স্বাধীনতা
শিল্প/কাম
সৃষ্টি/বোধ
সুখ/নীরবতা
ঈশ্বর/দুঃস্বপ্ন
মা/প্রকৃতি
মানবতা/হৃদয়
নষ্টামি/বিবেক
শব্দ/হৃদয়

৩। আমিহীন তুমি

আমিহীন তুমি
    তুমি নও
আমিহীন তুমি
    বিষম কালো নিশ্চুপ দিঘীতল
আমিহীন তুমি
    পথ হারানো এক হরিণ
আমিহীন তুমি
    রৌদ্রে পোড়া গোলাপ কুঁড়ি
আমিহীন তুমি
    কিচ্ছূ নও
    প্রায় অস্তিত্বহীন

আমি আছি বলেই
    তুমি আকাশের নীলের মতো নীল
আমি আছি বলেই
    তুমি এক নীল নীল নীল প্রজাপতি

তুমি বোঝনি বলে
তোমাকে স্মৃতির নীল পল্লী থেকে
দূরে রেখেছি
অনেক কষ্ট হয়েছে
এবং এখনো হয়
ঘাস ফড়িং-এর মতো করে
থেকে থেকেই চঞ্চল মন আমার
কেঁপে কেঁপে ওঠে
থেকে থেকেই
চরমভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠি
একাকিত্বের ভয়ে

তুমিহীন পৃথিবীতে
এখনো কখনো কখনো
উন্মাদ হয়ে উঠি
শরীরের তীব্র যন্ত্রণায়

দৃষ্টি আমার ছন্দহীন
বহ্নিহীন
উন্মাদ
জীবনে তাল নেই
যত্রতত্র একাকার
হৃদয়ে ছন্দ নেই
শুধু বিদ্ধস্ত তরঙ্গের খেলা

আমি শুধূ দেখি
মরিচিকার মতো
কাঁপাকাঁপা অদ্ভুত সব দৃশ্য
নষ্ট নগ্ন সব নারীদের
নগ্ননৃত্য
নিদ্রাহীন সব রাত
নিখুঁত নিপুণতায় শেষ হয়
পূর্ব আকাশে সূর্য ওঠে
বহ্নিমান
শৈশবকে প্রচন্ড প্রবল
ব্যাপকভাবে মনে পড়ে
শোণিতধারায় প্রবাহিত হয়
বেদূইন শূন্যতার
মুহুর্মুহু হাহাকার

না হয় না জানলে
তবুও তোমার জন্যই
সৃষ্টি হয়
আমার সব কবিতা
তোমার জন্যই
কলমে আমার জন্ম নেয়
পরমান্দের তুমুল তুফান

পৃথিবীর আবর্তনে ও বিবর্তনে
এ কি শুধূই এক দুঃস্বপ্ন
নাকি পরাজয়ের তঞ্চনে তঞ্চনে
ব্যাপকভাবে পর্যুদস্ত পৃথিবীর
এ এক হৃদয় বিদারক করুন কাহিনি

৪। ()

মৃত্যুর হলুদ রং

রক্তে ঘোলা মেঘ

হাসির স্বর্নচূর্ণ

স্বপ্নের ঘন কুয়াশা

রাত্রির নীলহ্রদ

ডানা ভাঙ্গা কবিতা

হৃদয়ের বিতর্কিত নন্দনতত্ত্ব

হিংসার অদৃশ্য সুতো

কল্পনার নরম আর্তনাদ

বোধের স্বর্ণলতা

একনায়ক ঈশ্বরের কল্পনা

দুঃস্বপ্নের হিংস্র মানচিত্র

সত্তার অনন্ত শেকড়

৫। পঞ্চইন্দ্রীয়

নিঃশব্দের মধ্যরাত
শান্ত আকাশ
মেঘের নিশ্চীহ্ন ইতিহাস
স্থীর চাঁদে
নিশ্চুপ সময়ের প্রলেপ

হাস্যকর
মহাকালের কাদায়
জড়ানো
মনগড়া
ও তুচ্ছ প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ
হালছাড়া মানুষের
স্তব্ধ স্বপ্নের ধুলো

স্মৃতির ঘনবনে
দেওয়ালের
অর্থহীন পুরানো ছবির মতো
আটকে আছে
গোধূলির আকাশে ছড়ানো
ঈশ্বরের রক্ত

মৃত্যুর নয়
ব্যর্থতা
আর লোকনিন্দার ভয়ে
শীতের ঘাসের সবুজের মতো
কুণ্ঠিত মানুষ

নীল গোলকে
চিরবন্দি
তথাকথিত

জীবন সংগ্রামে
দূর্বল হয়ে পড়া মানুষ
জোগায় ক্ষীন পুলক
রক্তাক্ত ঈশ্বরের অবশ চিত্তে

স্থান ও কালের খন্ডিত শরীর
মুখে ফেনা জমা
অসংখ্য মানুষ
এসবের মাঝে
পুলকে কাতর
একজন মহান দর্শক
নষ্টামিতে
বিনোদন খুঁজে পান তাই
টানছেননা
মঞ্চের ছেড়া পর্দা

স্থান ও কালে
চিরস্থীর
পুঞ্জিভুত পঞ্চইন্দ্রীয়
আবর্জনা স্তূপের পাশে
লাশের হা হয়ে পড়ে আছে

৬। সত্তা

সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা

৭। অতীতের এক অন্ধ ফকির

আমি যেন
অতীতের এক অন্ধ ফকির
অন্তরের
কালের ঘন কুয়াশায়
স্মৃতি খোদাই করে
অনন্ত গহ্বর

ভবঘুরের মতো
পথে পথে হাটি
রৌদ্রতপ্ত সূর্যের নিচে
হঠাৎ করেই থেমে পড়ি

শরীর থেকে গলে পড়া
ছায়ায়
জোনাকির মতো জ্বলতে দেখি
ঘাসফুল

পুড়তে থাকে হৃদয়
গলতে থাকে মগজ
ঝলসাতে থাকে শরীর
জ্বলতে থাকে
যাকিছু ডোবে
চোখের রুক্ষ হ্রদে

রাতভর
তপস্যা করি
ব্যর্থতার
নিষ্কাম
নিষ্পলক দেখি
নক্ষত্রদের রূপ

অন্ধকার সাগর তলের মতো
মনোজগত
নিথরতার কুয়াশায় ভেজে

মগজের নক্ষত্রপল্লীতে
ঝলসে ওঠে
মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি

হৃদয়ে ওঠে
অপরাধবোধের
উন্মাদ ঘূর্নিঝড়

৮। সৌন্দর্য
(এক)

হৃদয়ে রংধনু নিয়ে
নর্তকীর ঘাঘরার মতো
ছড়িয়ে পড়া ক্লান্ত আলোয়
দুরন্ত বালিকার মতো
বা-লা মেলে ধরে তাঁর
বিস্মিত রুপ

দীগন্তের সরু চরে
নীল আর সবুজের
অনন্ত চুম্বন হতে
ঝরে সৌন্দর্যের
স্বপ্নময় পালক

নীলের অমৃত চুষে চুষে
নীল হয়ে উঠতে চায় সবুজ
বটের নির্মল ছায়ায়
ক্ষণকালের জন্য
বিশ্রাম নিতে চায়
ঝরা মরা পাতার মতো

নগ্ন সারা দেহে
সবুজের রক্ত মেখে
নীল নাচতে চায়
মাতাল গণিকার মতো
শতাব্দীর গন্ধ মেশানো
ঝাঝালো
র-ীন মদে ভেজা
নরম অপরাহ্নের

৯। ১৯৭১

নারী পুরুষ প্রেম
শৈশব বয়স অভিজ্ঞতা
চুম্বন আলিঙ্গান সঙ্গাম
স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন কল্পনা
স্বাধীনতা স্থান কাল
ক্ষুধা হিংসা ঘুম
মাতৃভাষা
বা-লা বা-ালী
গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র
ধর্ম ধর্মগুরু ঈশ্বর মানুষ
বন্ধু শত্রু
সন্দেহ
মানবতা
সৃষ্টি ধ্বংস
শীশ্ন
বিশ্বাস অবিশ্বাস
শীল্প সাহিত্য
কবিতা শব্দ হৃদয়
আলো অন্ধকার ঘৃনা
কবর জীবন রহস্য
শিশু মৃত্যু রক্ত
শান্তি

১৯৭১

নারী পুরুষ প্রেম
শৈশব বয়স অভিজ্ঞতা
চুম্বন আলিঙ্গান সঙ্গাম
স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন কল্পনা
স্বাধীনতা স্থান কাল
ক্ষুধা হিংসা ঘুম
মাতৃভাষা
বা-লা বা-ালী
গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র

ধর্ম ধর্মগুরু ঈশ্বর মানুষ
বন্ধু শত্রু
সন্দেহ
মানবতা
সৃষ্টি ধ্বংস
শীশ্ন
বিশ্বাস অবিশ্বাস
শীল্প সাহিত্য
কবিতা শব্দ হৃদয়
আলো অন্ধকার ঘৃনা
কবর জীবন রহস্য
শিশু মৃত্যু রক্ত
শান্তি

সালমান সুলতান
salmansultan2001@yahoo.com
২০০৮